**লাইবেরিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের রাষ্ট্রীয় ভারত সফর**

১. ভারতের রাষ্ট্রপতির আহ্বানে লাইবেরিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট সম্মানীয়া শ্রীমতি এলেন জনসন সারলিফ ৯-১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩. রাষ্ট্রীয় সফরে ভারতে আসছেন। লাইবেরিয়ার বিদেশ বিষয়ক,অর্থ,কৃষি,শিল্প ও বাণিজ্য,তথ্য,সংস্কৃতি ও পর্যটন,ভূমি,খনি ও এনার্জি এবং লিঙ্গ বৈষম্য উন্নযন দপ্তরের মন্ত্রীর প্রেসিডেন্টের সফরসঙ্গী হবেন। এছাড়া উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার ও শীর্ষপর্যায়ের প্রতিনিধিরা এই দলে রয়েছেন।

২. ১১ সেপ্টেম্বর,২০১৩. রাষ্ট্রপতিভবনে লাইবেরিয়ার প্রেসিডেন্টের আনুষ্ঠানিক স্বাগত সমারোহ হবে। তাঁকে রাষ্ট্রপতি স্বাগত জানাবেন এবং তাঁর সম্মানার্থে নৈশভোজ দেবেন। শ্রীমতি প্রেসিডেন্ট দ্বিপাক্ষিক,আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অভিন্ন স্বার্থের বিষয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সংগে আলোচনা করবেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী লাইবেরিয়ার প্রেসিডেন্টের সংগে সাক্ষাৎ করবেন।

৩. ফিকি,সিআইআই এবং অ্যাসোচেম দ্বারা যৌথভাবে আয়োজিত বণিক সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট সারলিফ সম্বোধন করবেন।

৪. ১২ সেপ্টেম্বর,২০১৩ প্রেসিডেন্ট সারলিফকে ২০১২ সালের ইন্দিরা গান্ধি শান্তি,নিরস্ত্রীকরণ এবং উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান করা হবে। লাইবেরিয়ায় শান্তি,গণতন্ত্র ও উন্নয়নপথ প্রত্যাবর্তনের জন্য আফ্রিকা এবং তার বাইরে নারীদের উৎসাহিত করার জন্য এক নজীর সৃষ্টি করেন।

৫.প্রেসিডেন্ট সারলিফ বাবু জগজীবন রাম স্মারক বকতৃতা দেবেন। এই পর্যায়ের এটি হবে ষষ্ঠতম বকতৃতা। বাবু জগজীবন রামের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ণ মন্ত্রকের অধীন স্বশাসিত বাবু জগজীবন রাম জাতীয় ফাউন্ডেশান এই বকতৃতা মালার আয়োজন করেন।

৬.করমোবর্ধমান আর্থিক সম্পর্ক ভারত ও লাইবেরিয়ার মধ্যে নিবিড় ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উল্লেখজনক দিক। লাইবেরিয়ার প্রভুত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বর্তমানে বাস্তবায়িত

পরিকাঠামো ও শিল্পায়ন কর্মযজ্ঞের ফলে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও লগ্নির সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

৭.।লাইবেরিয়ায় ভারত সম্পর্কে প্র ভূত শুভকামনা রয়েছে। লাইবেরিয়ায় রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষা অভিযানে ভারতীয় বাহিনী রয়েছে। এবং বিশেষ করে **১২৫** সদস্যের সিআরপিআর বাহিনীর সম্পর্কে লাইবেরিয়া সরকার ও সেখানকার জনতার অত্যন্ত উচ্চধারণা রয়েছে।

**৮.২০১১** সালের নোবেল পুরস্কার সহ বহু মর্যাদাসম্পন্ন পুরস্কারের অধিকা রিণী প্রেসিডেন্ট সারলিফ ঐ অঞ্চলে অত্যন্ত সম্মানিত ব্যাকতি। আফ্রিকার ঐ অঞ্চলে শান্তি,গণতন্ত্র ও আঞ্চলিক সংহতির  প্রতিষ্ঠার জন্য লাইবেরিয়া সকরিয় ভূমিকা পালন করছে।লাইবেরিয়া প্রেসিডেন্টের সফরে ভারত ও লাইবেরিয়ার সংগে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে প্রভূত উন্নতি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

**নয়াদিল্লি**

**সেপ্টেম্বর**,৬, ২০১৩